সাঁওতালী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী
যুগবাণী সাহিত্য-চক্র
১৪, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কালকাতা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৩৮

মুদ্রাকর
শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী
ঘোষ প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

আট আনা

ফাগুনে 'বাহা'-পরব। জোহানের তখন 'বিহা' হইবে।

মাঘের শেষ; 'জাড়্' তখন গাছে-পাতায়। জোহানের খুশীর আর সীমা নাই!

গুঁড়া কয়লার খোয়ায়-বাঁধা কয়লা-কুঠির পথ; আর সেই পথের ধারে লাইন্-বন্দি কুলির বস্তি। দু'নম্বর ধাওড়ার সুমুখে প্রকাণ্ড একটা দেশী কুলের গাছ; কুল ধরিয়াছিল বিস্তর, কিন্তু পাকিতে-না-পাকিতেই বাঁদরে-ছেলেয় সব শেষ করিয়া দিয়াছে। সকালে সেই ন্যাড়া কুলগাছের তলায় বসিয়া জোহান্ রোদ পোহায়, বিকালে মদ খায়, আর নেশার ঝোঁকে আপনমনেই গান করে—

'মা গো মা!
বিহা দিলি না।
কল্-গাড়িতে চেপে যাব
দেখতে পাবি না।'

মেজ-ভাই বোহান্ খাদের নীচে কয়লা কাটে, ছোট ভাই মোহান্ তখন গাড়ি ঠেলে। ছুটি পায় সন্ধ্যাবেলা, পূবের সূয্যি পছিমে,—বেলা তখন 'লিছি-লিছি'।

বোহান্ বলে, 'হুঁ, গিল্—মদ গিল্ খুবমস্তে, আর গায়েন্ পা। বিহা যেমন আর-কারু হয় না——'

জোহান্ সে-কথায় কান দেয় না; মদ খায়।

বোহান্ বলে, 'মর্ কেনে ইবারে তুঁই! মরে' গেলেই খালাস!'

জোহান্ কট্‌মট্ করিয়া চোখ তুলিয়া চায়।

বোহানের রাগ ধরে। বলে, 'তাও যদি-না খোঁড়া হথিস্—তাও যদি বাঁ-ট্যাংটো গোটা থাক্‌তো—'

ভাই-এর মুখে তার খোঁড়া-পায়ের ইঙ্গিত ভাল শোনায় না।

জোহান্ বলে, 'খোঁড়া—খোঁড়া—আমি খোঁড়া। তাতে তুর্ কি?'

বোহান্ এইবার চুপ করিয়া থাকে।

নেশার ঝোঁকে জোহান্ বলে, 'এমন কত হয় কয়লা-খাদে! হর্‌খুর বুন্‌টো যে সেদিন মরেই গেল।'

বচসা করিতে করিতে বোহানেরও নেশা ধরে। বলে, 'ভাই বলে' বিয়া তুর কেউ দিবেক্ নাই।'

জোহান্ তার লালরঙের চোখদুটা তুলিয়া বলে, 'আসুক্ ফাগুন, তাবাদে দেখেই লিস্।'

বোহান্ হাসে। বলে, 'মুংরা মাঝির মিছা কথা।'

কথায় কথায় হঠাৎ তাহার একটা ছড়া মনে পড়ে; বাউরীদের একটা মেয়ের কাছে শেখা।

জোহানের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলে,

'ইয়ার দেখে' উয়ার দেখে' ফেটে যায় মোর হিয়া,
খি-পাঁচ-ছয় সূতা নিয়ে দে মা আমার বিয়া!'

বোহানের হাসি আর থামে না।

হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া যায়।

জোহান্ বলে, 'শুন্! এই দেখ্ ভাল্!'

বোহান্ ফিরিয়া তাকায়।

'মুখে পোঁকা পড়্বেক্,—গলন্ত-কুষ্টি হঁয়ে যাবি।'

বলিয়া জোহান তাহার হাতের আঙ্গুলগুলিকে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত জড় করিয়া হাতদুইটি তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলে, 'হা দেখ্ ভাল্!—এম্নি।'

বোহান্ আর কথা বলে না, মুখ ফিরাইয়া ধাওড়ায় গিয়া ঢোকে।

জোহান্ বলে, 'বড় দাদা হই, মানুষ করেছি তুখে নিমক্হারাম!'

এবং শুধু এই বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সাক্ষাতে যাহা বলিতে পারিল না, অসাক্ষাতে তাহাই বলিতে সুরু করে,—

বলে, 'আমার বিয়া হবেক্ শুনে' শালার হিয়া গেল ফেটে! বাদেই মর্‌ল শালা—ভাই না আমার ইয়ে!—হবেক্ নাই? আমার হবেক্—না হয় না হবেক্। তাতে তুর্ কি?'

দাঁত কট্‌মট্ করিয়া জোহান্ একবার তাহাদের ধাওড়ার দিকে ফিরিয়া তাকায়। সন্ধ্যার আব্‌ছা-অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না। বলে:

'মুংরা মাঝির মিছা কথা। মাইরি-আর-কি! তুর্ কথাতেই! অত-অত মদের দাম লাগে না? ছাগলটো দিলম্ তবে অম্‌নি অম্‌নি?'

—যাক্, এতদিনে বুঝা গেল। এই তিন-ভেইয়াদের খয়রা-রংএর বড় ছাগলটা সেদিন হারাইয়াছে বলিয়াই গুজব। ছাগলটা তাহা হইলে হারায় নাই।

বগল-দাবা লাঠি দুইটা তুলিয়া লইয়া জোহান্ সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঁ-পায়ের হাঁটুর নীচে-অবধি কাটা।

'যাই আবার, বেটা কি বলে শুনি।'

মুংরা মাঝি থাকে সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায়। সেখান হইতে অনেকখানি পথ।

—তা হোক্।

দুই হাতে দুইটা লাঠি ধরিয়া সে এক অদ্ভুত উপায়ে জোহান্ পথ চলিতে লাগিল।

বাঁ হাতের মাংসপেশীগুলা বেশ শক্ত সবল; জোর বোধ করি ওই-হাতেই বেশি পড়ে।

সাইডিং-লাইনের ওপারে গাদা-করা কতকগুলা কয়লার পাশে ছোট ভাই মোহানের সঙ্গে দেখা। হাতে দুইটা মোটা-মোটা রূপার বালা,—অন্ধকারে মন্দ দেখায় না! শিকে-ঝোলানো কেরোসিনের মগ-বাতিটার মুখে ভর্ ভর্ করিয়া বিস্তর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

দাদাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকাতেম্ চালাঃ' আ?'—অর্থাৎ যাস্ কোথা?

জোহান্ বলিল, 'ছাগল খুঁজতে।'

মোহান বলিল, 'আঁধারে যাস্ না; তুঁই ঘরকে চল্।'

'না, দেখে আসি।'

'ছাগল এসেছে। তুঁই জানিস্ না দাদা।'

'জানি, জানি—।'—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জোহান্ আগাইয়া গেল।

মোহান্ আর-কিছু বলিল না। হাত পাঁচ-ছয় গিয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। অদূরে পুরাতন পরিত্যক্ত সিঁড়ি-খাদের মুখে বোয়ান-গাছের ঝোপগুলা পার হইয়া মনে হইল যেন জোহানের অন্ধকার অবয়ব ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে ;—লাঠির ঠুক্-ঠুক্ শব্দ হইতেছিল।

তিন-নম্বর কুলি-ধাওড়ার সুমুখে কয়লার গাদায় আগুন ধরানো হইয়াছে। তাহারই জ্বলন্ত শিখায় পথের অনেকখানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। খোঁড়া জোহান্‌কে দেখিবামাত্র বাউরীদের কতকগুলা উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার পিছন ধরিল।

'—খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং
ছাগল চরাতে যেয়ে ভাঙ্গাই এলো ঠ্যাং
খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং !—'

ঠ্যাঙ্গা উ চাইয়া জোহান্ তাহাদের মারিতে গেল।
ভয়ে কতকটা পিছাইয়া গিয়া তাহারা আবার সুরু করিল.

'—ডান-ট্যাংটো লটর্-পটর বাঁ-ট্যাংটো খোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া !—'

জোহান্ আর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইল না, বিড়্ বিড়্ করিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদের গালাগালি দিতে দিতে সে আগাইয়া চলিল। অথচ একটি মাত্র পায়ের জোরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না।

সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায় যখন সে গিয়া পৌঁছিল সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কিন্তু ধাওড়ার সুমুখে সাঁওতাল কুলিদের মজলিস তখনও ভাঙে নাই। দিনের আলোয় পৃথিবীর বুকের তলায়, অন্ধকার পাতাল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথে সারাদিন ইহারা কয়লা কাটে, তাহার পর রাত্রির অন্ধকারে—দিনের আলো যখন নিবিয়া আসে,—কালিতে-কয়লায়, ঘামে ও ধোঁয়ায় কুশ্রী কদাকার এই কয়লা-কাটার দল তখন একে-একে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিতে থাকে,—মদ খায়, গান গায়, আমোদে-আহ্লাদে দিনের পরিশ্রম ভুলিবার চেষ্টা করে। সে হল্লা তাহাদের থামিতে একটুখানি দেরি হয়।

ধাওড়ার চালায় মেয়েদের রান্না চড়িয়াছে।

মুংরা মাঝি ভাল গান গাহিতে পারে। কে-একটা লোক মাদল বাজাইতেছিল।

'—বলিহারি এংরাজের কল গো
বলিহারি এংরাজের কল!

অপরে যায় কলের গাড়ি
নামুতে যায় জল গ'
লদীর—নামুতে যায় জল !
হো-হো, বলিহারি এংরাজের ক—ল !'

মুংরা মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল।

উঠানের একপাশে কয়লায়-ধরানো আগুন তখনও ধো ধো করিয়া জ্বলিতেছে।

জোহান্‌কে দেখিবামাত্র মুংরার নাচন্ থামিল ; হাত বাড়াইয়া বলিল, 'হঁ আয়, তুখেই খুঁজ্‌ছিলম্। লে— লাচ্ দেখি একবার, আমি গায়েন করি, আর—'আপে দো তুম্‌দাঃ' রুইপে আর তিরিও অরংপে।'—অর্থাৎ তোরা মাদল আর বাঁশী বাজা !

হাঁড়া হইতে মদ ঢালিয়া মাটির ভাঁড়টি জোহানের হাতে দিয়া বলিল, 'লে, এগুতে পাউরাটো খেঁয়ে লে।'

'পাউরা' খাইয়া ভাঁড়টি ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া জোহান্ বলিল, 'আমি এসেছিলম তুর কাছকে একবার……সেই'

কিন্তু মুংরার তখন বেশ নেশা ধরিয়াছে, সে-কথায় কান দিল না ; ঝিমাইতে ঝিমাইতে সবাইকে শুনাইয়া

বলিতে লাগিল, 'দেখ্, এগুতে আমাদের গায়ের রং ছিল ঠিক্ 'শাঁকের'র মতন সাদা, সায়েবদের মতন 'এসেল্'। —তা'বাদে হলো কি, একদিন আমরা 'সিং-চাঁদো'র পূজো করতে গেলম্ ভুলে'—বাস্। সূর্য্যিঠাকুর গেল রেগে। রেগে বল্লেক কি ? না,—আমার পূজো যখন তুরা করলি নাই, তখন তুরা-সব 'কাড়াং কাড়াং ঞুতের' মতন হঁয়ে যা ! বাস্। সেই থেকে আমাদের চামড়ার রং হঁয়ে গেল 'হঁদের' মতন—কালি অন্ধকার— শুন্‌লি ? শুন্‌লি সব ?'

হুড়ুম্ মাঝি বলিয়া উঠিল, 'হঁ- শুন্‌লম্।'

কিন্তু যে-কাজের জন্য খোঁড়া-জোহান্ কুঠির এতটা অন্ধকার পথ হাঁটিয়া ছাগল খুঁজিতে এখানে আসিয়াছে সে-কথা সে ভুলে নাই। এই সুযোগে পট্ করিয়া মুংরাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'বাহা-পরব্‌টো কব্‌কে হচ্ছেগা তা-হ'লে ?'

কথাটা শুনিবামাত্র মুংরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাড়াম্ মাঝির ঘুম পাইতেছিল, হাসির চোটে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। না বুঝিয়াই সেও খানিকটা হাসিল ; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, তা বেটে।'

মুংরার পাশে বসিয়া লখাই মাদলের উপর তখনও

পর্য্যন্ত টিম্ টিম্ করিয়া চাঁটি মারিতেছিল, হাসি থামিলে মুংরা তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, 'তা শুনেছিস্, আমাদের জোহানের কপাল্‌টো খুব চয়েন্।'

মাদলওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'কেনে, কেনে শুনি ?'

'জানিস্ না ? জোহানের যে বিয়া দিঁয়ে দিছি।'—বলিয়া মুংরা একবার জোহানের মুখের পানে তাকাইল। খুশীতে ও নেশায় সে তখন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে।

লখাই তাহার সুমুখ হইতে মাদলটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, 'আমারও একটো দে দিঁয়ে। হঁ ত' কি বেটে! লে, তেবে বিয়াই করি।'

কথাটা মুংরা গ্রাহ্য করিল না; আবার সে ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিতে লাগিল, 'বিহা যদি করতে হয় ত' এম্‌নি। যেমন মেইয়া, তেমনি ঘর। জমি আছে, জায়গা আছে, ক্ষেত আছে, খামার আছে। বীরভুঁই জিলায় থাকে। ওই একটো বিটি রেখে বাপ্ গেইছে মরে'—জোহানের সুখ কত হবেক্। খাবেক্-দাবেক্ ফুর্ত্তি করবেক্। না-হবেক খাট্‌তে, না-হবেক্ কিছু!'

জোহানের বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

হাড়াম্ মাঝির বয়স হইয়াছে, গায়ের রং ঠিক মাটির মত, কোঁচ্কানো এব্ড়ো-খেব্ড়ো গায়ের চামড়া—মনে হয় যেন চাষ-দেওয়া ভূঁই। সদ্য ঘুম হইতে জাগিয়া মুংরা মাঝির কথাগুলা সে বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল, 'হু—। কিন্তুক্ এই আমি বলে রাখ্ছি—শুন্!'

এই বলিয়া সে তাহার লম্বা হাতখানি জোহানের কাটা-পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া বলিল, 'বিয়া ত' না-হয় করবি,—অমন মিয়া যখন পেছিস্—ছাড়্বি কেনে? কিন্তুক্ মিয়া যদি কুলেঁই-গুঁছেই খায়,—তবে ত' জানবি —মাগ্ লয়, জননী। আ—র যদি পাঘা ডিঙ্গাই জল মারে, তাহেলে ব, এই আমি বলে' রাখ্ছি তুখে,—ঠেঙ্গাই ধুস্ধুস্যা করে' দিস্, মিয়ার গুষ্টির পিঠা সিজাস্। ঠ্যাঙ্গার চোটে বাঁদর লাচে। বুঝলি?'

জোহান্ সম্মতি জানাইয়া তাহার ঘাড় নাড়িল :

'হুঁ হুঁ—ঠিকোই বলেছিস। হুঁ।'

মাদলওয়ালা লখাই-এর তখনও বিবাহ হয় নাই, করিবার ইচ্ছাও আছে। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুংরার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেনে?—এই খোঁড়াকে ছাড়া

আর জাঁওয়াই পেলেক্ নাই উয়ারা? কুথা ঘর বললি?'

মুংরা জবাব দিবার আগেই, কথাটা চাপা দিবার জন্য জোহান্ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'রাস্তায় আসতে-আসতে দেখি—পল্‌টু সিংএর ডিপুর কাছে এই—'

বলিয়া সে তাহার হাত-দুইটাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিল:

'এই এত্ত-বড় এক্‌টো সাঁপ!'

মাণিক সোড়েঁ ঘুমের ঘোরে মাটিতে একেবারে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, কাছাকাছি কোথাও সাপ ভাবিয়া চীৎকার করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল,—

'সাঁপ!'

হাসিতে হাসিতে হাড়াম্ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সাঁপ' এখানে নয়—পল্‌টু সিং-এর ডিপোর কাছে!

আশ্বস্ত হইয়া মাণিক সোড়েঁ চুপ করিয়া বসিল। বলিল, 'গাওনা ত' আর হবেক্ নাই,—উঠ্ ইবারে, চল্!'

গারাং মাঝি মদের হাঁড়িটা নাড়িয়া দেখিতেছিল—তাহাতে আর মদ আছে কিনা।

'কেনে হবেক্ নাই ?'

লখাই-এর মাদলটা মুংরা নিজেই তাহার গলায় পরিয়া বাজাইতে বাজাইতে লাফাইয়া উঠিল,

'চিঁদাং চিঁদাং চিঁদাং !

হিয়ো হিয়ো হিয়ো !

সব-চাইতে লাল ফুল্‌টো আমায় পেড়ে দিও

দাদা, আমায় পেড়ে দিও !'

তালে তালে মাদল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে মুংরা বলিল, 'বাজা, বাঁশী বাজা !'

—সাঁওতালী মাহালী

পাকা ডেমুর খাওয়ালি

ভা-সুরকে ঝুমুক্ দেখা—লি !'

বাঁশী বাজিল, মদ চলিল, আবার একটা হৈ চৈ সুরু হইয়া গেল।

জোহান্ যখন ধাওড়ায় ফিরিল, আকাশে তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

আসিবার আগে সে মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলে নাই—

'খোঁড়া-ল্যাংড়া বলে' খিস্যা-তামাসা করছিস্ নাই ত' 'বায়হা' ?'

সিংচাঁদো, দামুন্দর আর মারাং-বুরুর নামে শপথ করিয়া মুংরা বলিয়াছে,—সান্তালী বাপ্ তাহাকে জন্ম দিয়াছে, সুতরাং মিথ্যার ধার সে ধারে না।

জোহানের আর ভয় নাই।

বোহান্ যে তাহার এই 'বিহা'র সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় আছে সে-কথাও মুংরাকে সে বলিতে ছাড়ে নাই। আর ওই লথাই, 'সুমুন্দি' সব পারে ; মেয়ের ঠিকানাটি উহাকে যেন কোনরকমেই না দেওয়া হয়।

মুংরা বলিয়াছে, 'খাতির-জমা।'

ধাওড়ার চালায় জোহানের লাঠির শব্দ হইতেই ঘরের ভিতর হইতে ছোট ভাই মোহান্ বলিয়া উঠিল, 'কেনে গেলি আঁধারে-আঁধারে ? ছাগল ত তখন এসেছিল।'

কথাটা যেন সে শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে জোহান্ চুপ করিয়া রহিল।

ঘরের এককোণে কাঁথা মুড়ি দিয়া বোহান্ তখন ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কে জানে। বলিল, 'হুঃ !' ছাগল খুঁজতে যেছে লয় আরও কিছু করতে—'

কয়লা-কুঠির আবার পরব!

না-আছে ফুল, না-আছে কিছু!

পরব তবু আসে।

সে-বছর আসিল যেন শুধু জোহানের জন্য। ডাঙ্গায়-ডহরে, ঝোপে-ঝাড়ে পলাশের গাছ—যেখানে যত ছিল, পাতা তাহাদের যেন আর দেখাই যায় না,—হাড়ে-গোড়ে ফুল ধরিয়াছে,—রাঙা-রাঙা ডাগর-ডাগর ফুল।

পায়ের খাট্‌নী জোহানের একটুখানি বেশি পড়িল। মুংরার কাছে দুবেলা যাওয়া-আসা।

হেলিয়া দুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নানান্ ভঙ্গীতে জোহান্ পথ চলে, ফাঁকা মাঠে গিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজের চলন নিজেই ভাল করিয়া দেখে। দূর হইতে খোঁড়া বলিয়া তাহাকে আর নিশ্চয়ই মনে হয় না!

ঘন-ঘন মুংরার কাছে যাইতে দেখিয়া বোহান্ বলে, 'অত – ভাল লয়।'

জোহান্ বলে, 'শলা আছে, পর্‌মশ্ব আছে—বিহা বলে' কথা! বিহা ত' হয় নাই,—অতসব তুরা জান্‌বি কি করে' ?'

ছোট ভাই মোহান্ বলে, 'বাইহার আর ভাবনা নাই।'

জোহান্ হাসে।

মোহান্ বলে, 'তুর্ ক্ষেতে আমি খাট্‌বগা চল্। গাড়ী আর ঠেল্‌ব নাই ইখানে।'

জোহান্ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়।

খুশীর চোটে মোহান্ বলিতে থাকে, 'চাষ করব—দেখ্‌বি,—চাউলী, আউর—জাও, আউর—গহুম্, ঠিসি, জোণ্ডরা—সব হবেক তুর্ মাঠে। কিসারি, রাহিড়্…'

জোহান্ খুব জোরের সঙ্গে বলে, 'হয়—আখুনও হয়। শুনিস্-কেনে মুংরার কাছে!—কিন্তুক্ বিহার কথাটো আখুন্ বলিস্ না কাহুকে।'

ভাই কিন্তু থাকিতে পারে না; বলিয়া ফেলে।

বাউরীদের যে-সব মেয়ে আম-বাগানের ভিতর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে কয়লা-বোঝাই ছোট-ছোট ঠেলা-গাড়ীগুলি খাদের মুখ হইতে 'ডিপো' পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যায়—তাহাদের কাহারও আর শুনিতে বাকি নাই।

সুন্দরী শোনে নাই, সেও আজ শুনিল।

ইঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে,—'হেড্-গিয়ার' আর চলে না।—শেষ গাড়ীটা মোহানে-সুন্দরীতে ঠেলিয়া আনিতেছিল। আম-বাগানের মাঝে আসিয়া মোহান্ হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিল।

সুন্দরী বলিল, 'ছাড়লি যে ?'

'তা হোক্। গাড়ী উঠতে দেরি আছে। চুটি খাই, —বোস্।'

গাছের একটা শিকড়ের উপর মোহান্ বসিয়া পড়িল।

মুকুলে-আমে বাগানটা একেবারে ভরিয়া আছে।

সুন্দরী বলিল, 'আমাকে দুটি আম পেড়ে দে দেখি, খাই আমি।'

মোহান্ বলিল, 'উ আম আখুন ছুটু।'

'ছুটুই ভাল।'

সুন্দরী আড়চোখে চাহিয়া একবার হাসিয়াই মুখ ফিরাইল।

মোহান্ বলিল, 'বিয়া কর্‌বি আমাকে ?

সুন্দরী হাসিতে হাসিতে কহিল, 'তুখে আবার কি গুণে বিয়া করবরে খাল্‌ভরা ?'

'কেনে ? কত কানা-খোড়ার বিয়া হছে—।'

হঠাৎ খাদ মোয়ানে ওঠা-নামার ঘণ্টা বাজিল। ইঞ্জিন চলিয়াছে।

মোহানের চুটি খাওয়া হইল না। সুন্দরীর কচি আম খাওয়া বন্ধ রহিল।

গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে মোহান্ বলিল, 'আমাদের খোড়া-বাইহার বিহা—।'

'জোহন্-খোড়ার ?'

মোহান বলিল, 'হঁ ত, কী মনে করেছিস্ ?'

সুন্দরী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। আড়-চোখে হাসিতে গিয়া আর-একটু হইলেই সে পা হিড়্কাইয়া লাইনের বাহিরে পড়িয়াছিল আর-কি! বাঁ-হাত দিয়া মোহান্ তাহার কোমরে ধরিয়া টাল্ সাম্লাইয়া লইল।

শনিবার সন্ধ্যারাতে 'বিয়া'।

মুংরা নিজে গিয়া সব ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

'বীরভূঁই' জেলার 'ডাঙ্গাল-পাড়া'—অনেক দূরের পথ, দুইটা জঙ্গল পার হইতে হয়, আর একটা নদী।

'ঝুঁঝ্কি' রাত থাকিতে তাহারা বাহির হইল। বর-যাত্রী পাঁচজন। বোহান, মোহান—দু'ভাই ত' আছেই, মুংরা, হাড়াম্ আর গারাং। সঙ্গে গেল একটা মাদল, একটা বাঁশী আর একটা সিঙ্গা; হলুদ-রঙা ধুতি একটি জোহানের, আর-একটি লাল রঙের গামছা;—ক'নের জন্য ডোম্-ঘরের লাল চওড়া পেড়ে একখানি শাড়ী।

বাঁশের চোঙায় খানিকটা সর্ষের-তেল বোহান্ তাহার লাঠির ডগায় দড়ি দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়াছিল। পথশ্রমের ক্লান্তির পর ডাঙ্গাল-পাড়ার কাছাকাছি গিয়া হাতে পায়ে ও মুখে তেলটা বেশ করিয়া মাখিয়া লইলেই চলিবে।

খোঁড়া লোক সঙ্গে আছে বলিয়া গারাং মাঝি একটু খানি জোরে জোরে পথ চলিতেছিল। অনেকখানি পথ আগাইয়া গিয়া সে একবার ফিরিয়া তাকাইল,—জোহান্ তখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। বলিল, 'আয় খপ্ করে'—এনেক্টো পথ বেটে।'

জোহান্ বলিল, 'আ—। ই আর কতটুকুন্! মারে দিলম্-বলে'!'

বোহান বলিল, 'মুখে—খুব।'

জবাব দিতে গিয়া জোহান খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া ফেলিল। পান চিবাইতেছিল,—অনভ্যাসের দরুণ বোধ-করি পানের ছিব্ড়ে তাহার গলায় লাগিয়া গেছে। কানে একটা মস্তবড় শালপাতার চুটি গোঁজা। লাঠি দুইটা এইবার খুব ঘন-ঘন মাটিতে পড়িতে লাগিল।

লাল-রঙের গামছাটা জোহানের মাথার উপর পাগ্ড়ীর মত করিয়া বাঁধা ছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটিতে

গিয়াই বোধকরি হঠাৎ সেটা খসিয়া পড়িল। মুংরাকে বলিল, 'দে ত' বেশ আঁট্ করে' বেঁধে!'

বাঁধিয়া দিবার জন্য মুংরা দাঁড়াইল।

জোহান্ চুপি-চুপি বলিল, 'উয়াকে আন্‌তে হথো নাই।'

'কাখে?'

চোখের ইসারায় বোহান্‌কে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'এই আমাদের মাইতর্‌টাকে। শালা বড়া বদ্।'

মুংরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেনে?'

'শুন্‌লিনাই কথার প্যাঁচ্? বলে, 'মুখে—খুব'।'

অজয়-নদী পার হইয়া অবধি তাহারা 'বীরভূঁই'-এর মাটির উপর দিয়া পথ চলিতেছিল।

দূরে কয়েক্‌টা তালগাছের সারির ফাঁকে দিনান্তের সূর্য্য তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ তখন লালে লাল।

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। রাঙা-মাটির পথের উপর অপর্য্যাপ্ত ধূলা উড়াইয়া কয়েকটা গরুর গাড়ী দূরের শহর হইতে বোধকরি গ্রামে ফিরিতেছিল।

সে-পথ ছাড়িয়া বরযাত্রীর দল ডানদিকে রাস্তা

ভাঙ্গিল। সবুজ কচি ঘাসে-ভরা ডাঙ্গার পথ,—দু'ধারে সিঁয়াকুলের ঝোপ। সুমুখে মাঠের ও-পারে প্রকাণ্ড একটা শালের জঙ্গল সুরু হইয়াছে,—কোথায় গিয়া তাহার শেষ, কে জানে!

আর সেই জঙ্গলের পাশে দূরের দুইটা পাহাড়ের উঁচু মাথা দেখা যাইতেছে।

মুংরা বলিল, 'উ-ই মারাং-বুরু—!'

বলিবামাত্র তাহারা ছয়জনে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দাঁড়াইয়া পড়িল। লাল আকাশের গায়ে ফিকে-সবুজে আঁকা দূরের সেই দুইটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উদ্দেশে যুক্ত-করে প্রণাম করিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

বনের সবুজ ক্রমশ আরও চিকন্—আরও ঘন হইয়া আসিল।

গাছের ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়া জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। অদূরে সারিবন্দি কয়েকটি গাছের তলায় খড়ের চাল-দেওয়া ছোট-ছোট মাটির ঘর। ঘর-পঁচিশেক্ সাঁওতালের বস্তি। কয়েকটা কুকুর ও মুর্গী জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মুংরা আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, 'ওই ডাঙ্গাল-পাড়া!'

দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি গাছের পাতার ফাঁকে মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাতটা চোখের উপর আড়াল করিয়া জোহান্ একবার ডাঙ্গাল-পাড়াটা দেখিয়া লইল।

তাহাদের গাছের তলায় বসিতে বলিয়া হাড়াম্ মাঝির হাত হইতে শিঙ্গাটা লইয়া মুংরা তাহাতে ফুঁ দিল। সে কি প্রচণ্ড শব্দ! নিস্তব্ধ বনানীপ্রান্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল!

শব্দ শুনিয়া কতকগুলা ছেলে-মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া জাঁওয়াই দেখিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কুকুর চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে কন্যাপক্ষের লোকেরাও তখন ঠিক হইয়া ছিল। মাদল ও বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

"দে পেড়া দেলা পেড়াদে ছড়্প্ পে
গাণ্ডো মাচি পেড়া মেনাঃ তা লেয়া
তাং আপেয়ালে পেড়া ঝাড়ি লোটাতে
ওঁয়ান্ পে পেড়া বেয়াড়্ কাণ্ডা দাঃ!"

—অর্থাৎ হে কুটুম্ব! তোমরা এসে বস। আমাদের

পিঁড়ি আছে, মাচিয়া আছে। হে কুটুম্ব! আমরা তোমাদের লোটায় জল দেব। এই ঠাণ্ডা কলসীর জল খাও!

বরযাত্রীর দলও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। শিঙ্গা ফেলিয়া মুংরা তাহার গলায় মাদল তুলিয়া লইল। জোহান্ হলুদ্-রঙা কাপড় পরিয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া গাছের তলায় বসিয়া রহিল মাত্র, আর-সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল,

"সাঙ্গিং দিসম্ পচা, সঙ্গে বরিয়াৎ
বহড়্দারে রেপে—ডেরা কেতলে
দাকা মুতুদ্ তিমিন্ রেচাং
হুকা তামাকুর এমা লেপে।"

—অর্থাৎ অমরা দূরদেশের বরযাত্রী। শুক্নো গাছের তলায় বাসা-বাড়ী দিলে। খাবার পরিবেশন করতে দেরি হতে পারে, এখন আমাদের হুঁকো দাও, কল্‌কে দাও!'

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষের গান চলিতে লাগিল। বরযাত্রীর দল এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া আত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা ক'নের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

"কুচিং কুলি মুপারাসিনাতু
লাদাঁকাতে মুপাল্ বালাম্ বোলন্
সারজোম্ সাকাম্ মুপল্ কিয়া সিন্দুর
তিমিরেচ্ মুপল্ ওটাব্ আদিং।"

—অর্থাৎ খুব বড় গাঁয়ের রাস্তাটা খুব ছোট, হাঁসি হাঁসি গাঁয়েতে ঢুক্‌ব না। শাল-পাতাতে কেঁয়া সিন্দূর ছিল, কখন্ সেটা উড়ে' গেছে।'

বিবাহের আয়োজন মন্দ হয় নাই। বড় বড় দুইটা খাসী ছাগল কাটা হইয়াছিল, হাঁড়িয়া ত' ছিলই! গ্রামের মধ্যে গোটা-পঞ্চাশেক্ সাঁওতালের বাস, তাও আবার মহুয়া গাছের ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা কেহই আসে নাই। কেন আসিলনা কে জানে।

ঘরের উঠানে কচি তালপাতার মণ্ডপ তৈরী হইয়াছিল। বিবাহের যাহা-কিছু করিল, গাঁয়ের মোড়ল বুড়া রাম্‌হাই সোরেন্। তা' ছাড়া আর কে-ই বা করিবে? মেয়ের ভাই-বোন্ নাই, মা ত' অনেককাল আগেই মরিয়াছে, বাপও এই সেদিন মারা গেল। মেয়ে এখন একা। তবে অবস্থা সবার চেয়ে ভাল। বিঘে-দশেক্ জমি, গাই, গরু, মুরগী, ছাগল;—দু-তিন জনের বসিয়া খাওয়া চলে।

খোঁড়া জোহানের কপাল ভাল।

মেয়ে দেখিয়া জোহান্ বলিল, 'শাড়ীটো হয়ত' খাটো হবেক্ মুংরা।'

তা খাটো হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়ে বেশ ডাগর-ডোগর, বয়স প্রায় কুড়ি-বাইশের কাছাকাছি,—জোয়ান মেয়ে।

আহারাদি শেষ হইয়া গেলে কন্যাসম্প্রদানের 'বিস্তি' সুরু হইল।

সুখীকে মানাইয়াছিল ভারি চমৎকার! মাথায় একমাথা কালো-চুলের খোঁপা, তার-উপর শিরিশের ফুল গোঁজা, পরণে লাল চওড়া-পাড় হলুদ-রঙা শাড়ী। রাম্‌হাই সোরেন্ তাহার হাত ধরিয়া ধীরে-ধীরে মণ্ডপে আনিয়া হাজির করিল।

তালপাতার চাটাইয়ের উপর জোহান্ তাহার বাঁ-পায়ের হাঁটু-অবধি ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

সুখীকে আসিতে দেখিয়া সে তাহার লাঠি দুইটা হাত দিয়া ঠেলিয়া একটুখানি দূরে সরাইয়া দিল।

মুংরা মাঝি হাত বাড়াইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রামহাই সোরেন্ বলিল 'নি বাবা, হড়্ইং সম্প্রতাপে

কানা।'—অর্থাৎ নাও বাবা, বধূকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি।

সুখীর হাত ধরিয়া তাহাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিয়া মুংরা বলিল, 'হেঁ বাবা, আঁম কেদালে।'—অর্থাৎ হাঁ বাবা, আমরা পাইলাম।

রাম্‌হাই সোরেন্ সুখীর পাশে উবু হইয়া বসিল, খুক্ করিয়া কাশিয়া গলাটা তাহার একবার ঝাড়িয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'আদ কুটিয়ে কান্, ভেংড়ে কান্, কাঁড়াক্ কান্, লেচাক্ কান্, গাড়হাক্ সতক্ কান্, আলেয়াঃ এলেকা দ বানুঃ আনা।'

—এখন কুঁড়ে হোক্, দুষ্ট হোক্, কানা হোক্, খোঁড়া হোক্, খারাপ হোক্, হীন হোক্, আমাদের আর এলেকা নাই।

বরপক্ষের সকলেই একবার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বোহানের নেশার মাত্রা একটুখানি বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন মুংরার পিছনে বসিয়া বড় বড় তাহার দুইটা আরক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়া সুখীকে যেন গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! ঘাড় নাড়িতে সে ভুলিয়া গেল। ব্যাপারটা কিন্তু জোহানের দৃষ্টি এড়াইল না।

রাম্‌হাই সোরেন্‌ একটুখানি থামিয়া আবার বলিতে সুরু করিল, 'রাঙ্গক্‌ কান্‌, ক' কান্‌, দেড়ি কান্‌, ছিনেরক্‌ কান্‌, রানক্‌ কান্‌, নঞ্জমক্‌ কান্‌, ওড়াক' গুনেক্‌ হড়কো বেনাওক্‌ আ—গোড়া গুনেক্‌ গেই কো বেনাওক্‌ আ।'

—রাং হোক্‌, তামা হোক্‌, দুষ্টা হোক্‌, ভ্রষ্টা হোক্‌, অবাধ্য হোক্‌,—ঘর-গুণে মানুষ হয়, গোয়াল-গুণে গাই হয়।

সকলেই ঘাড় নাড়িল।

রাম্‌হাই আবার বলিল, 'জাং হঁ, জাং তরই হঁ, তরই লে এক্রিং আকাদা, বহঃ মায়াম্‌ লতুর্‌ মায়াম্‌ ইনে দ বালে এক্রিং আকাদা।'

—হাড় হোক, চাই হোক, আমরা বিক্রি করিয়াছি, কিন্তু মাথার রক্ত কানের রক্ত বিক্রি করি নাই। অর্থাৎ ইহাকে তোমরা খুন-জখম্‌ করিতে পারিবে না।

'ওনাদলে পাঞ্জায়ে গিয়া, তবে মিং-দিন তারা-দিন দাকা-রঙ্গক্‌, উতু-রঙ্গক্‌ সহাওকে লাহাওকেয়া পে। শিখেউ শিখেউতে পাঢ়হাও পাঢ়হাওতে বাং গানাক্‌ খান্‌, ইন্‌রে মিট্টে হড়্‌বড়ে কোল্‌ আলেপে চেপেদাবন্‌।'

—খুন-জখম্‌ করিলে আমরা তাহার প্রতিশোধ লইব ; তবে একদিন-আধদিন ভাত-পোড়া তরকারি-পোড়া সহ্য

করাইও। শিখাইয়া পড়াইয়া ভাল না হয়, আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া দিও, আমরা সে-সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিব।

রাম্‌হাই-এর বয়স হইয়াছিল। বুড়া আর রাত জাগিতে পারিবে না বলিয়া 'বিন্তি-কথা' শেষ হইবামাত্র সে তাহার লাঠিটি হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল।

সুখী তখনও সেইখানেই মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল। মোড়ল উঠিয়া গেলে সুখীর সমবয়সী কয়েকটা মেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হৈ-চৈ সুরু করিয়া দিল। একজন তাহার হাতে ধরিয়া পিঁড়ি হইতে টানিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, 'উঠ্!'

আর-একজন তাহার গলা জড়াইয়া কানে-কানে কি একটা কথা বলিতেই সুখী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর সকলে মিলিয়া হাসিয়া হাসিয়া সুর করিয়া গান ধরিল,

'দোড়্ দোড়্ মে তাড়াম্ তাড়াম্ মোড়ল ঘাটরে বাবু
চৌডাল ডাঙ্গে
মলম্ মলম্ তেকো সিন্দুর কাটি,
নেলোকান্দ বাবু বোঙা লেকা—।'

—দোড়্, দোড়্, দৌড়ে যা, চৌদোল আম্‌লকির ডালে আট্‌কে গেছে। কপালে সিন্দুর দেওয়াতে যেন দেবতার মত দেখাচ্ছে!

অনেকক্ষণ হইতেই মুংরাকে কি-একটা কথা বলিবার জন্য জোহান্ উস্-খুস্ করিতেছিল। এইবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুর্ সঙ্গে ইয়াদের তবে কি কথা হঁয়েছিল—কি তবে?'

মুংরা বলিল, 'কেনে?'

জোহান্ বলিল, 'ওই-যে তবে বুঢ়া বল্‌লেক, মেয়েটো যদি দুস্টু হয়, আমাদের কাছকে লোক পাঠাঁই দিস্। লোক আবার পাঠাব কোথাকে? আমি ত' এইখানেই রইব।'

বোহানের নেশা ছুটিয়া গেল। বলিল, 'রইবি কি ক'ত্তে, হেথা আবার রইবি কিস্‌কে? বিয়া কর্‌লি, বেশ কর্‌লি; ইবারে লে মেয়েঁ, নিয়ে—চল্ ঘরকে।'

তাচ্ছিল্যভরে জোহান্ একবার তাহার মুখের পানে আড়্‌চোখে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'হঁ রে হঁ,—তুঁই চুপ কর্! বিহেটো খুব ভাল তুর্। সব দেখেছি আমি,—সব দেখেছি।'

খুব খানিকটা আস্ফালন করিয়া বোহান্ বলিয়া উঠিল, 'কি বিশ্বেটো ? কি বিশ্বেটো তুই আমার—'

বাকি কথাটা তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গেল।

জোহান্ মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'খুব। খুব হঁইছে। খুব বাহাদুর! ভাই না আমার—! চোখ দ্যাখো! ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখের আবার চাউনি দ্যাখো—! যেমন কি বেটে! দিব আখুনি জলোই দিয়ে ভুঁসে' চোখ্‌কে কানা করে'—।'

হঠাৎ দু' ভাই-এ একটা মারামারি খুনোখুনি ব্যাপার হয় দেখিয়া বুড়া হাড়াম্ মাঝি মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিল।

মুংরা বলিল, 'কুন্নু ভাবনা নাই তুর্। কাল থেকে তুঁই এইখানেই থাক্‌বি।'

বিস্তি-কথায় বলিতে হয়, বুড়া রাম্‌হাই সোরেন তাই ও-সব কথা বলিয়া গিয়াছে।

ঘাড় নাড়িয়া জোহান্ বলিল, 'বেশ।—কিন্তুক্ আমাদের এই মাইতর্‌টোর মতলব ভাল লয়—তা আমি এই আখুন্ থেকেই বলে' রাখছি—শুন্।'

'না রে না, হয়—মনে হয়। জুয়ান্ মেয়ে দেখ্‌লে অমন্ সবাইকারই মনে হয়।'

এই বলিয়া গারাং মাঝি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মণ্ডপের একটা খুঁটিতে-বাঁধা কেরোসিনের মগের আলোয় তাহার কানে-গোঁজা শাল পাতার চুটিটা ধরাইবার জন্য সেইখান হইতেই সে হাত বাড়াইতেছিল, মোহান্ বলিল, 'দে, আমি ধরাঁই দিই।'

পরদিন বিদায়ের পালা।

সকাল হইতে মদের ছড়াছড়ি। নাচ-গান আর শেষই হয় না!

সুখীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সখীর দল নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে লাগিল,

'গাতে গাতে লাং তাহে কানা
অডি গাতে লাং তাহে কানা
মেৎ এঁপেল্ হ আর্‌সি মেনাঃ
আলাং এঁপেল্ হ বাহু আ।'

—আমরা অনেক কাল এক জায়গায় ছিলাম,—তোমাকে ঠিক্ নিজের প্রাণের মত ভালবাসি। আমাদের নিজের মুখগুলো দেখবার জন্যে না-হয় আর্‌সি আছে, কিন্তু হায়! তোমাকে দেখবার আর আশা নেই।

······গান কিন্তু তাহারা মিছাই গাহিল। সুখীও

গেল না, জাঁওয়াইও গেল না। বিদায় হইল শুধু বরযাত্রী পাঁচজন।

যাবার সময় মুংরা বলিল, 'হ'লো ত' ইবারে? জিউটো বাঁচ্‌লো ত?'

জোহান্ মুখে কোনও কথা বলিতে পারিল না, মাত্র ঈষৎ হাসিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মোহান্ অনেকক্ষণ হইতে বলি-বলি করিয়া এইবার একটা ঢোক্ গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আবার কখন আসব বায়হা?'

বলিতে বলিতে ডাগর-ডাগর চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ কবিয়া আসিল।

জোহান্ বলিল, 'হঁ আস্‌বি,—এই আমি ... ... এই ... ... বলে' পাঠাব।'

মোহান্ নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িল।

বোহান্ বলিল, 'হঁ, বলে' পাঠাবেক্ উ, তবেই হঁইছে! দেলা আ!'

জোর করিয়া মোহানের হাতে ধরিয়া সে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মোহান্ দু'তিন বার করিয়া তাকাইল:

'আসি তাহ'লে বাইহা?'

জোহানের কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

জোহানের দিন বেশ কাটে।

চমৎকার জায়গা!

চোখে-চোখে দেখা হইলেই সুখী একবার ফিক্ করিয়া হাসে ... ...

বয়স হইলে কি হয়,—মেয়েটা ভারি লাজুক।

জোহান্ বলে, 'অত লাজ ভাল লয়।'

হাসিতে হাসিতে সুখী সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়। খোঁড়া-জোহান্ আর নাগাল পায় না।

জোহানের এখন আর দুই বগলে দুইটা লাঠির প্রয়োজন হয় না। একটা লাঠিতেই কাজ চলে।

সকালে সেদিন সুখী বলিল, 'গাই দুইতে পারিস্ ?'

'কেনে লারব ? খুব পারি।'

বড় একটা কাঁশার জাম-বাটি লইয়া জোহান্ গাই দুহিতে গেল। 'ঢেঁক্শালে'র পাশেই গাই বাঁধিবার চালা।

অনেক কষ্টে বাছুর বাঁধিয়া, ফেলাইয়া-ছড়াইয়া এক

বাটির জায়গায় আধ-বাটি দুধ লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়া-
ইতে জোহান্ সুখীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সূর্‌জিবাবু কতক্ষণ আসিয়াছে কে জানে!

কয়েক্‌দিন হইতে এই বাঙ্গালী-বাবুটি রোজ ঠিক এম্‌নি সময়ে দুধ লইতে আসে। জঙ্গলের ও-পারে কি-একটা গাঁয়ে তাহার ঘর।

সুখী বলে, 'ক'মাস আসে নাই, বাবুর জ্বর হঁইছিল।'

'তা হোক্।'

সে-কথা জোহান্ মনে-মনেই বলে।

দুধের বাটি লইয়া সূরজিবাবু চলিয়া গেলে সুখী জিজ্ঞাসা করিল,—

'কুন্ গাইটো দুইলি?'

জোহান্ বলিল, 'ধলাটো।'

সুখী বলিল, 'কু ইলেটো আমি দুইব। ছুটুকি আসবেক্ আখুনি দুধ লিতে।'

ছুট্‌কি বলিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে আর-একটা গাই-এর দুধ লইয়া যায়।

জোহান্ জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধের দাম কত ইখানে?'

সুখী বলিল, 'কে জানে! অতসব জানি না।'

'বা—! সূর্‌জিবাবু কত দেয় মাস-কাবার ?'

'কিছু দেয় না,—উ অম্‌নি।'

তাচ্ছিল্যভরে কথাটার উত্তর দিয়া সুখী সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, জোহান্ বলিল, 'আর ইয়ে ?—তুর ওই ছুট্‌কি ?'

'উ-ও অম্‌নি।'

অবাক্ হইয়া জোহান্ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বলিল,—

'বা—!'

সুখী বলিল, 'দুধ কে খায় কে ? আমি খাই না।'

'আমি ত' খাই !'

'টুক্‌ছেন্-করে' রাখিস্ তবে কাল থেকে।'

সুখী চলিয়া গেল। জোহানের আর-কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই !

গরু-চরানো, গাই-বাছুরকে খাইতে দেওয়া—এগুলা আবার কাজ !

সুখীর হাতের রান্না জোহানের ভারি ভাল লাগে। বলে, 'মিয়াঁ-মানুষের হাতের রান্না খেঁয়েছি সেই কবে—ছুটু-বেলায় ; ভুলে' গেইছি।'

খুব বেশি ভাত-তরকারি জোহানের পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া সুখী বলে, 'খা তবে, আবার মনে পড়তে চায়।'

'তাই-বলে' এত-গলা নাকি ?'

সুখী হাসিতে হাসিতে বলে, 'তা বল্‌লে শুন্‌ব কেনে ? খেতে হবেক্‌।'

জোহান্‌ প্রাণপণে সব খাইয়া ফেলে।

বলে, 'এম্‌নি করে' খেলে দুদিনেই ফুলে' ঢাক্‌ হঁয়ে যাব দেখ্‌বি।'

হইলও তাই।

মাস-দুইএর মধ্যেই দেখা গেল, জোহান্‌ বেশ মোটা-সোটা হইয়া উঠিয়াছে।

বৈশাখ মাস। রোজ বৈকালে আকাশটা অন্ধকার করিয়া আসে, ঝড় ওঠে, কোনো-কোনোদিন বৃষ্টিও হয়। দূরের রাস্তা হইতে রাঙা ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণী-বাতাস বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের ডাঙ্গাল-পাড়ায় আসিয়া থামে, কখনও-বা লাট্টুর মত পাক্‌ খাইতে খাইতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যায় কে জানে।

এম্‌নি দিনে সাঁওতালদের মেয়েরা দল বাঁধিয়া বনের

ভিতর ঝরা-পাতা কুড়াইতে যায়। শুক্‌নো পাতা বোঝা বাঁধিয়া ঘরে লইয়া আসে। বর্ষার দিনে জ্বালানি কাঠের কাজ চলে।

জোহান্ বলে, 'একা-একা তুঁই কি-ক'ত্তে যাস্ সুখী? কই—উয়াদের সঙ্গেও ত' যাস না?'

মুখ ভারি করিয়া সুখী বলে, 'যাই,—বেশ করি।'

জোহান্ বলে, 'কই, পাতা ত' একদিনও আন্‌তে দেখলম্ নাই তুখে?'

সুখী বলে, 'তুঁই কি-ক'ত্তে রইছিস্? কাঠ কেটে' দিবি।'

জোহান্ বলে, 'না—তুঁই যেতে পাবি নাই।'

সুখী বলে, 'আমি যাব। তুর্ কি?'

সুখী আবার যায়।

ঝড়-জলের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন বড় বড় পাথর পড়িতে সুরু হইল।

'ঢেঁক্-শালে'র চালায় বসিয়া জোহান্ জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। সুখী পাতা কুড়াইতে গিয়াছে।

কচি শালের গাছগুলা ঝড়ের ঝাপটে যেন একেবারে নুইয়া পড়িতেছে।

সুমুখে একটা পুকুর। জল যেন ঠিক কাঁচের মত!

ঘন ঘন বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগিয়া জলের উপর কুয়াশার মত ফিন্‌কি উড়িতেছে। জমি সেয়াতের জন্য পাড়ে একটা 'টেঁড়া' বসানো হইয়াছে, সেটা বুঝি আজ আর থাকে না।

বাঁশের ঝাড়ে বাতাস লাগিয়া কোথায় যেন বাঁশী বাজিতেছে।

এমন সময় জোহানের চোখের সুমুখে বৃষ্টির ঘন আবরণ ভেদ করিয়া জঙ্গলের ভিতর হইতে মনে হইল কে যেন ছুটিতে ছুটিতে সেইদিকেই আগাইয়া আসিতেছে।—বোধ হয় সুখী।

হাঁ সুখীই বটে!

ভিজা কাপড় ঝট্‌পট্‌ করিতে করিতে সে তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আপাদ-মস্তক ভিজা,—মাথার চুলগুলা খুলিয়া গেছে! সুখীই হাঁপাইতেছিল।

জোহান্‌ কি-যেন বলিতে গেল, কিন্তু কথাটা হঠাৎ তাহার মুখেই আট্‌কাইয়া রহিল।

তেমনি আগাগোড়া ভিজিয়া তাহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সূর্‌জিবাবু আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ভিজে-গেলম সুখী।'

জোহান একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

কিন্তু সূর্‌জিবাবু এ-সময় কেন? এখন ত' দুধ লইবার সময় নয়......

সেদিন রাত্রে সুখীর সঙ্গে জোহানের ভীষণ ঝগড়া।

এমন প্রায় প্রতি-রাত্রেই হয়, কিন্তু সেদিন যেন একটুখানি বাড়াবাড়ি হইয়া গেল।

সুখীর গায়ের জোর জোহানের চেয়ে ঢের বেশি। খোঁড়া মানুষ,—কোনো রকমেই না পারিয়া শেষে সে সুখীর হাতের উপর অন্ধকারেই এক কামড় বসাইয়া দিল।

পরদিন কাহারও মুখে আর কোনও কথা নাই!

জোহান্ আপনমনেই আপনার কাজ করিয়া যায়, সুখীও করে।

সকাল হইতে টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সূর্‌জিবাবু আসিল একটা ছাতা মাথায় দিয়া। দুধ লইয়া সে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ছুট্‌কি আসিয়া দাঁড়াইল,—কোলে

একটা ছেলে। ছেলেটাকে নাচাইয়া নাচাইয়া সে গান গাহিতেছিল—

'পানি বর্ষা ঝিপির্ ঝিপির্
বাতাস উঁড়ে হালায় হালায়—'

সুখী তখন রান্না চড়াইয়াছে। ছুট্কিকে দেখিবামাত্র সে রান্না ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ছেলেটাকে তাহার কোল হইতে যেন ছিনাইয়া লইয়া সেও ঠিক তেমনি করিয়াই গাহিতে লাগিল,—

'দেগো আয়ো ছাতা কিনি দে,
দেগো আয়ো গামছা বুনি দে,
হামি আয়ো ঘুগি উড়ি যায়।'

ছেলেটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুখী বলিল, 'কুঁইলেটোর দুধ তুঁই দুঁয়ে লেগা যা।'

জোহান্ তখন দা লইয়া মাঠের কাছে ছোট একটা গাছের ডাল কাটিতেছিল।

ঢেঁকশালের কাছ হইতে ছুট্কি ডাকিল, 'ও জাঁও-য়াই, বাছুর ধরবি আয়।'

জোহান্ ফিরিয়া তাকাইল।—মেয়েটা রোজ ওই ছেলেটাকে লইয়া আসে, আর সুখী তাহাকে পাইলে যেন আর ছাড়িতে চায় না।

দুধ লইয়া ছুট্‌কি চালায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সুখীর হাতের দিকে তাহার নজর পড়িল—বাঁহাতের কনুই-এর কাছে ছেঁড়া কাপড় দিয়া কাদার একটা পটি বাঁধা।

'উখানে কি হ'লো তুর্?'

'কাম্‌ড়াঁই দিঁয়েছে খাল্-ভরা।'—বলিয়া চোখের ইসারায় দূরে জোহান্‌কে দেখাইয়া দিয়া সুখী ঈষৎ হাসিল।

কথাটা শুনিবামাত্র তাহার কানে-কানে কি-একটা কথা বলিয়া ছুট্‌কি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুখীও হাসিতে লাগিল।

'আ মর্!'

কিন্তু তাহাদের বাক্যালাপ বেশিক্ষণ বন্ধ রহিল না। সাম্‌নের পুকুরে জোহান্ ডুব দিয়া আসিল, ভিজা কাপড়টা দুইটা বোয়ান্ গাছের ডালে বাঁধিয়া শুকাইতে দিয়া সুখীকে বলিল,—

'দে ভাত দে!'

সুখী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—

'দিছি,—বোস্।'

…দিনকতক পরে ছুট্‌কি যে ছেলেটাকে রোজ

কোলে করিয়া লইয়া আসিত, সুখী তাহাকে আর ছাড়িল না, বলিল,—

'ছেলেটা থাক্ আমার কাছে।'

ছুট্‌কিকে এতটুকু আপত্তি করিতে দেখা গেল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, 'থাক্।'

সেইদিন হইতে ছেলেটাকে লইয়া সুখী যেন একেবারে মাতিয়া উঠিল। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে যেন আর তাহার অবসরই থাকে না।

জোহান্ বলে, 'বাবাঃ! পরের ছেলে—এত কেনে?'

হাসিতে হাসিতে সুখী বলে, 'পরের ছেলে কেনে হবেক্? আমার ছেলে।'

জোহানও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'ধেৎ!'

সুখী আবার হাসে, বলে, 'মন্‌কে লিছে নাই, লয়? কিন্তুক্ সত্যি বলছি আমি। ই ছেলে আমার।'

'যাঃ—।'

বলিয়া জোহান্ কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু তাহার ভাল লাগে না।

মাঝে-মাঝে ছেলেটার মুখের পানে সে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্

করিয়া তাকায়,—আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন রী-রী করিয়া ওঠে…

সেদিন এই ছেলেটাকে লইয়া আবার এক-পশলা ঝগড়া হইয়া গেল।

দুধ লইতে আসিয়া সূর্‌জিবাবু সেদিন এই ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল।…বাঙ্গালী বাবু—সাঁওতালের ছেলেকে কোলে লইয়া আবার আদর করিয়াছে কবে? আদর করুক্ কিন্তু মুখে-মুখে 'চুম্' খায় কেন?—আর সে কি একবার!…গোয়ালের কাছে সুখী স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, হাসিল,—অথচ মুখে কিছু বলিল না।

—এই লইয়া ঝগড়া!

অনেকক্ষণ হইতেই কথা কাটা-কাটি চলিতেছিল।

জোহান্ বলিল, 'ইদিকে ত' লাজের নাই সীমে,—আর ইদিকে খুব!'

জবাব না দিয়া সুখী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

জোহান্ আবার বলিল, 'কেনে চুম্ খাবেক্? চুম্ কি খেলেই হলো!'

সুখী বলিল, 'খাবেক্, বেশ করবেক্।'

'কেনে,—উ তুর্ কে বেটে কে ?'

মুখ ফিরাইয়া সুখীও পাণ্টা গাহিল, 'কেনে তুঁই আমার কে বেটিস্ কে ?'

স্ত্রীর মুখে এত বড় কথা জোহানের সহ্য হইল না।

হাতের লাঠিটা তুলিয়া বলিল, 'দেখেছিস্ ঠেঙ্গা ? কে বেটি আখুনি বুজোঁাই দিব।'

সুখী বলিল, "ও মা আমার কে রে! এত আমাকে ভালবাসে!"

লাঠিটা ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া জোহান্ বলিল, 'না—বাসি না ?'

'হঁ—বাসিস্!'

'দেখ্‌বি ?'

'দেখেছি।'

ঢেঁক্‌শালে বসিয়া কথা হইতেছিল।

'দেখ্‌বি তবে ?'

বলিয়া সুমুখের ঢেঁকির উপর জোহান্ তাহার মাথাটা ঠাই ঠাই করিয়া ঠুকিতে লাগিল।

'ও মা গ,—ই কি জ্বালা গ, ই কি ফেসাদ্ গ!'

সুখী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

জোহানের ঝাক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুলগুলা তখন মুখের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! কপালের খানিক্‌টা জায়গা ফুলিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল!

সুখী ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

'মর্‌ যা-খুশী তাই কর্‌। আমার চোখের-ছামুতে কেনে?'

জোহানও উঠিল। বগলে লাঠি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চালা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, 'রইব নাই ইখানে আর! চল্‌লাম। ভিক্‌ মেগে খাব—সেও ভাল।'

জোহান্‌ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মহুয়া গাছের তলা দিয়া সুমুখে ডাঙ্গার রাস্তা ধরিল।

'মর্‌গা যা!'—বলিয়া সুখী একবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র।

মধ্যাহ্নের সূর্য্য তখন মাথার উপর প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু বেলা গড়াইতে না গড়াইতে দেখা গেল, দূরের পাল হইতে গাই বাছুরগুলাকে ডাকাইয়া তাহাদের পিছু-পিছু ঠুক্‌ ঠুক্‌ করিতে করিতে জোহান্‌ আবার ডাঙ্গাল-পাড়ার দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে।

গরুগুলা বাঁধিয়া জোহান্ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সুখী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ফিরে' এলি যে ?'

কোনও কথা না বলিয়া জোহান্ ধীরে-ধীরে চালার উপর উঠিয়া বসিল। মুখখানা শুক্‌নো, পায়ে একহাঁটু ধূলা উঠিয়াছে, রক্তের দাগটা শুকাইয়া গেছে, কিন্তু কপালের ফুলাটা তখনও কমে নাই।

সুখী বলিল, 'ভাত খা, ভাত রইছে কখন্-থেকে তার ঠিক নাই।'

জোহান্ এবারেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ভাতের থালাটা তাহার সুমুখে নামাইয়া দিবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন করিয়া খায়, জোহানও ঠিক তেমনি করিয়াই নিমেষের মধ্যেই থালাটা শেষ করিয়া ফেলিল।

তাহার পর হামেসাই এমনি হইতে থাকে।

একদিন যায়—দুদিন যায়, আবার কোনও ছুতা পাইলেই জোহান্ ঝগড়া করে, রাগ করিয়া চলিয়া যায়। বলে, 'আর আস্‌ছি নাই বাবা!'

কিন্তু খাবার সময় হইলেই আবার ফিরিয়া আসে।

কোনোদিন একবেলা খায় না,—কোনোদিন-বা দুই বেলাই খায়।

সুখী বলে, 'যাবি কুথা ?'

জোহান বলে, 'ঠিক যাব—তুঁই দেখে' লিস্।'

কিন্তু যায় না। যেমন দিনকতক ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তেমনি শুকাইয়া সরু হইয়া যাইতে লাগিল।

রাগ করিয়া ফিরিবার পথে বনের পাশে হঠাৎ সেদিন তাহার সূর্‌জিবাবুর সঙ্গে দেখা।

জোহান ডাকিল, 'এই বাবু, শুন্।'

সূরজিবাবু থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

জোহান বলিল, 'কুথা যেছিস্ কুথা ?'

ডাঙ্গাল-পাড়ার পথেই সে চলিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দূরের একটা গাঁ দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'হোই —ওই গাঁটোতে যেছি। কেনে ?'

জোহান বলিল, 'দুধ লিতে আর যাস্ না তুঁই, দুধ আর দেয়া হবেক্ নাই তুখে।'

'বেশ।'

আর-কিছুই সে বলিতে পারিল্ না। ডাঙ্গাল-পাড়ার পথ ছাড়িয়া, মাঠের দিকে পথ ভাঙ্গিয়া সূর্‌জিবাবু সেই দূরের গ্রামটার দিকেই চলিতে লাগিল।

'আর, হা—শুন্! ভাল্!'

সূর্‌জিবাবু আবার ফিরিয়া তাকাইল।

'খারাপি হঁয়ে যাবেক্ কুন্‌দিন তাহ'লে। শুন্‌লি?'

কথাটা শুনিয়া সূর্‌জিবাবু একবার পিছন ফিরিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে সূর্‌জিবাবুকে আর দুধ লইতে আসিতে দেখা গেল না।

জোহান্ আর সেদিন রাগ করিয়া কোথাও যায় নাই। মাঠের ধারে বসিয়া গাই-বাছুরের জন্য সমস্তদিন ঘাস চাঁচিয়াছে।

সন্ধ্যায় ঘাসের বোঝা লইয়া সে ঘরে ফিরিতেছিল, সুখী বলিল, 'কি বলেছিস্ সূর্‌জিবাবুকে?'

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জোহান্ বলিল, 'বেশ করেছি—বলেছি।'

'বেশ করবি কি-রকম!'

ঘরের দিকে চলিতে চলিতে জোহান্ বলিল, 'দিব শালার কুন্দিন মাথাটো ফুটোঁাই। দেখে-লিস্ তুঁই!'

'দিলেই হ'ল কি-না! উ তুর্ কি কল্লেক্?'

সুখীর মুখের দিকে একবার গর্জ্জিয়া তাকাইয়া জোহান্ বলিল, 'কি করলেক্? আখুনও বল্ছে কি কল্লেক্? চুয়াড় হারামজাদী!'

গাল খাইয়া সুখীর রাগ চাপিয়া গেল। বলিল, 'মুখ সাম্লে কথা ক' বল্ছি খোঁড়া-কোথাকার! ভারি আমার বিয়ে-করা ইয়ে...না আমার—'

ঘাসের বোঝাটা মাথা হইতে ধড়াস্ করিয়া সেই-খানেই ফেলিয়া দিয়া জোহান্ বলিল, 'হেয়্ লে তবে! উয়াকে নিয়েই থাক্।'

'থাক্‌বই ত'!'

সারাদিনের পর জোহান্ আজ এতক্ষণে রাগ করিয়া পিছন ফিরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার সে মাঠের পথ ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

'আর আস্‌ছি না।'

'আসিস্ ত' তুখে দিব্যি রইল।'

আসিল না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে জোহানের আর

দেখা নাই! কোথায় গেল,—কোথায় রহিল কে জানে!

কোথাও যায় নাই...

পরদিন অতি প্রত্যুষে ঘরের কাছে ভয়ানক একটা হৈ-চৈ গোলমালে সুখীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুমুখের সেই পুকুরটার পাড়ে ডাঙ্গাল-পাড়ার অনেক সাঁওতাল আসিয়া জড়ো হইয়াছে। জোহান-খোঁড়া কাল রাত্রে কখন্ নাকি ওই পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে ঘরে ফেলিয়া সুখী সেইখানে ছুটিয়া গেল।

জল হইতে টানিয়া টানিয়া খোঁড়াকে তখন ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে আর চেনা যায় না। চোখদুইটা তাহার মাছে খুব্‌লাইয়া গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে, জল খাইয়া পেট্‌টা ঢাক্ হইয়া গেছে। হাতের লাঠিটা তাহার ভাসিয়া ভাসিয়া বাঁশ-ঝোঁপের কাছে গিয়া লাগিয়াছিল।

বুড়া রাম্‌হাই সোরেন্ ঘাটের কাছে হেঁট্‌মুখে বসিয়া বসিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে সুখীকে হঠাৎ

দেখিতে পাইল। বলিল, 'কি হঁয়েছিল বল্ দেখি?' সুখী একদৃষ্টে সেই বিকৃত কদাকার মৃতদেহটার দিকে তাকাইয়া রহিল। জবাব দিল না।

রাম্‌হাই বলিল, 'উটোকে পুড়োঁই দিঁয়ে আসুক্,—কি-আর হবেক্! মুংরা মাঝিকে একটো খবর দিঁয়ে পাঠাই।'

'খুব করেছিস্ তুই, আর তুখে খবর দিতে হবেক্ নাই।'

বলিয়া সুখী তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে চলিয়া গেল। কয়েকটা উৎসুক ছেলে মেয়ে তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া দেখিল, জীবনে যাহার জন্য শোক-তাপের কোনও লক্ষণই দেখা যায় নাই, আজ মৃত্যুর পরে তাহারই জন্য সে তখন তাহার ঢেঁকশালের চালায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।

শেষ

শব্দ-পরিচিতি

বাহা—ফুল

জাড়্—শীত

বেলা তখন লিছি-লিছি—বেলা তখন প্রায় শেষ। 'লিছি লিছি' শব্দটি আসিয়াছে নিচ্ছি-নিচ্ছি (লইতেছি) হইতে। অর্থাৎ সূর্য্য তখন পরিভ্রমণ শেষ করিয়া অস্তাচল স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে। অর্থাৎ অস্তাচলকে 'লইতে' তাহার আর বিলম্ব নাই।

পাউরা—মদ

এসেল্—সাদা

সিং-চাঁদো—সূর্য্য

কাড়াং—কালো

এ্রত্—ঝুল্, কালি।

ইঁদ্—রাত্রি

বিটি—কন্যা

জাঁওয়াই—জামাই

বাইহা—ভাই

দামুন্দর—দামোদর নদী

মারাং বুরু—প্রকাণ্ড পর্ব্বত

খাতির-জমা—নির্ভয়।

জাও—যব।

গহম্—গম

ঠিঁস—তিসি

জোণ্ড্রা—জোনার, ভুট্টা

কিসারি—খেসারি

রাহিড়্—অড়হর

ডহর—অসমতল ভূমি

হাড়ে-গোড়ে—যেখানে-সেখানে ; সর্ব্বাঙ্গে ; গোড়্ অর্থে পা।

ডাগর—বড়

পরমশ্ব—পরামর্শ

'হেড্ গিয়ার'—কয়লা-খনির মুখে যে যন্ত্রের সাহায্যে টব্‌গুলি ওঠা-নামা করে।

চুটি—শাল পাতার তৈরি বিড়ি। সাঁওতালেরা নিজেরাই তৈরি করিয়া লয়।

বিন্তি—মন্ত্র

হাঁড়িয়া—মদ। সাঁওতালেরা মাটির হাঁড়িতে ভাত ও মহুয়া দিয়া যে মদ তৈরি করে তাহাকে হাঁড়িয়া বলে।

জলোই—লোহার পেরেক্।

ভুঁসে—ফুঁড়ে।

দেলা আ—চলে' আয়!

ধলা—সাদা

কুঁইলা—কালো

টুক্‌ছেন্—একটুখানি

দা—কাটারি

খাল-ভরা—গালাগালি বিশেষ। মৃত্যুর পর মানুষকে খাল কাটিয়া কবর দেওয়া হয়। বোধ হয় সেই হইতে এই কথার উৎপত্তি!

ভিক্—ভিক্ষা ভাখ্—স্বাদ্